স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল যুবলীগের কেউ নয়!

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে মতবিনিময় সভা করেছেন সরকার দলীয় প্রার্থী আহম্মেদ আলী। স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম যুবলীগ নেতা দাবী করলেও মতবিনিময় সভায় তা প্রকাশ্য অস্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা জানান, আশরাফুল ইসলাম যুবলীগের কেউ নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম সদস্য বলে কোনো পদ নেই। এটা আশরাফুল ইসলাম এর সৃস্ট একটি পদ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, সম্প্রতি স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম যুবলীগ নেতা দাবী করে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ তার কোন পদ নেই। নির্বাচনে দলীয় ফায়দা লুটতেই তিনি এসব অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু বলেন, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য দল ও এর অঙ্গ সংগঠন সমূহু যখন এক কাতারে তখন ভুই ফোড় নেতা পরিচয় দিয়ে একজন নির্বাচনী ফায়দা লুটবে তা হতে দেয়া সম্ভব নয়।

গাংনী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশারফ হোসেন জানান, আশরাফুল ইসলাম স্বঘোষিত নেতা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় দিচ্ছেন। বেশ কয়েকবার তার কাছে প্রয়োজনীয় কাগজ চাওয়া হলেও তিনি দিতে পারেননি। সম্প্রতি তিনি নিজের লোক দিয়ে প্রচার মাইক ভাঙচুর করে আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। যাতে প্রশাসনের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে যায়।
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কেএম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনী প্রচারে বিএনপি প্রার্থী কোন অভিযোগ করছেন না। কোথাও বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন নি।

গাংনী পৌর এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রচারণা লিফলেট ও পোস্টার ছেয়ে গেছে। কারো পোস্টারের একটি কোনাও ছেড়া নেই। অথচ আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করছেন হুমকী ধামকী দেয়ার। এটা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই না। তিনি আরো বলেন, আশরাফুল ইসলাম যদি দলের কেউ হবে তাহলে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হন কিভাবে? আসলে তিনি দলের কেউ নন।

সাবেক এমপি মকবুল হোসেন জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুযায়ি দলের লোকজন কাজ করে যাচ্ছেন। কোন অপপ্রচার নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবেন না। এবিষয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থী আশরাফুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি তার বাসায় যেতে বলেন। পরে কয়েকজন সাংবাদিক সেখানে গেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ রেখে দেন। পরে তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও গাংনী প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আগামী ১৬ জানুয়ারী ২০২১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে গাংনীতে চলছে মেয়র ও কাউন্সিলরদের প্রচার প্রচারণা। এই প্রথম গাংনীতে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। ইলেক্ট্রনিক ভোটার মেশিন (ইভিএম) এ ভোট প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নির্বাচন অফিস।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে তার নিজস্ব বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আসন্ন নির্বাচনে প্রচারণায় বাঁধার সম্মুখীন ও কর্মীদের হুমকী ধামকী দেয়া হচ্ছে বলে দাবী করেন। সেই সাথে তুলে ধরেন বিগত দিনের উন্নয়ন।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর (নৌকা প্রতীক) সমর্থকরা আমার কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন।

গত রোববার আমার বাড়ীর সম্মুখে নির্বাচনী অফিসে এসেও কর্মী সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও প্রচার মাইক ভাংচুর করা হয়েছে বলেও জানান আশরাফুল ইসলাম।

তিনি আরো জানান, বর্তমান নৌকার প্রার্থী বিরোধী দলীয় বিএনপি’র সাথে হাত মিলিয়ে আমি যাতে পৌর নির্বাচনে জয়লাভ না করতে পারি তা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যার ফলে বিএনপি নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালিয়ে গেলেও আমি ও আমার লোকজন প্রচারণা চালাতে পারছিনা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অপরদিকে বিগত দিনের উন্নয়ন তুলে ধরে তিনি বলেন, নিরলসভাবে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৌরসভাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নিত করেছেন। এ ছাড়াও পাঁকা সড়ক নির্মাণ, সড়ক বাতি, ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ পৌরবাসীদের সেবাদানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হলে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হলে পৌরবাসীরা বাড়ি থেকে পা ফেল্লেই পৌরসভার উন্নয়নের স্পর্শ পাবেন।

নাগরিকট্যাক্স বিষয়ে তিনি বলেন নাগরিকদের দেয়া ট্যাক্স ই নির্ভর করে পৌরসভার গ্রেড ও বরাদ্দ। যে পৌরসভায় যত পরিমান ট্যাক্স আদায় হবে সরকারিভঅবে সেই পৌরসভার বরাদ্দ তত বেশি। পৌরবাসির উদ্দেশ্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন ট্যাক্স মৌকুফ চান? নাকি পৌর সভার উন্নয়ন চান? আপনাদের দেয়া কয়েকটি টাকা ট্যাক্স আপনার পৌরসভার চিত্র বদলাতে সহায়তা করছে। ট্যাক্স মৌকুফের প্রলোভনে আপনার মুল্যবান ভোট বুঝে শনে দেবার চেষ্টা করবেন বলে ভোটারদের আহব্বান করেন পৌর মেয়র।

এছাড়াও মতবিনিয় সভায় পৌর সভায় বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭৬ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। আমি যদি আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত না হতে পারি তবে যিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি যেন চলান কাজ গুলি সঠিক বাস্তবায় করে পৌর নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করেন এমন আহবান রেখে মত বিনিময় সভা শেষ করেন।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রীক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। তবে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ ধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যবস্থা নেননি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়ে এ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশে নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিমিয় করা হয়েছে। কোন মাইক টাইক ছিলনা। আচরণবিধি যাতে লঙ্ঘন না হয় সেকারণেই ঘরোয়া পরিবেশে এটা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের (গাংনী) সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনী ভাবনায় না, কর্মীসভা হিসেবে সেখানে গিয়েছি।

এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বিষয়টি রির্টানিং অফিসার জানেন। তাছাড়া আমরাও নিষেধ করেছি এধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা না করার জন্য।

গাংনী পৌরসভার নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী কোন কাজে অংশ নিতে পারেন না। বিষয়টি জানার পর এ বিদায়িতপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হয়েছে, তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনী উপজেলা ভুমি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর ই আলম সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে নির্দেশনা পেয়েছি পুলিশ ডাকা হয়েছে।

পুলিশ আসলে অভিযান চালানো হবে। তবে মতবিনিময়সভা যথানিয়মে শেষ হলেও প্রশাসনিক ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গাংনী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদের আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আ.লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, গাংনী উপজেলা আ.লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ,

সহ সভাপতি নবীর উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, পৌর কৃষক লীগ সভাপতি বদরুল আলম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ইসমাইল হোসেন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সিপু, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল প্রমুখ।

গাংনী পৌরসভা নির্বাচন: ত্রিমুখী লড়াই

এম এফ রুপক
কে হবে গাংনী পৌরবাসীর অভিভাবক, কে ধরবে গাংনী পৌরসভার হাল, কে হবে গাংনীর নতুন মেয়র। নৌকার মাঝি সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে, নাকি পুনরায় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম দ্বিতীয় মেয়াদের মেয়র হবে, নাকি বিএনপি মনোনীত আসাদুজ্জামান বাবলু হবেন নতুন মেয়র। এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গাংনী পৌরবাসীর মধ্যে। সবকিছু ঠিক থাকলে এমন নানা জল্পনা কল্পনার অবসান হবে আগামী ১৬ জানুয়ারী। দিন যত ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণাও বেশ তুঙ্গে উঠেছে। ঢাক-ডোল পিটিয়ে

প্রতিদিনই জানান দিচ্ছেন তাদের প্রার্থীতা। যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে, চাচ্ছেন ভোট।

দ্বিতীয় ধাপে পৌর নির্বাচনের মধ্যে আগামী ১৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। ইতোমধ্যে মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে।

আগামী ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহরের শেষ দিন ও ৩০ ডিসেম্বর প্রতিক বরাদ্দ দেওয়া হবে। পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত ৫ জন মেয়র প্রার্থী। আওয়ামী লীগ থেকে আহাম্মেদ আলী, বিএনপি থেকে আসাদুজ্জামান বাবলু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে আবু হুরাইরা, সতন্ত্র আশরাফুল ইসলাম ও তার ছোট ভাই আনারুল ইসলাম। তবে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ নিয়ে জটিলতার অবসান হওয়ায় তার ছোট ভাই আনারুল ইসলাম মনোনয়ন প্রত্যহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় গাংনী পৌর নির্বাচনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও ৯ টি ওয়ার্ডে ১০ সংরক্ষিত মহিলাসহ ৫০ জন প্রার্থী কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন।

তবে গাংনী পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ভোটারদের মতামত অনুযায়ী জানা গেছে, সাবেক মেয়র নৌকার মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী ও সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম এর মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে হাড্ডাহাড্ডি।

একদিকে যেমন ক্ষমতা পুররুদ্ধারে মরিয়া হয়ে উঠেছে নৌকার প্রার্থী আহম্মেদ আলী অপর দিকে ক্ষমতা ধরে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টায় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম।

অন্যদিকে বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু’র নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা বেশ চোখে পড়ার মতো। সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছে নিয়মিত। নতুন মেয়র হওয়াতে বাবলুকেও সম্ভাবনাময় প্রার্থী হিসেবে দেখছেন গাংনী পৌরবাসী।

২০১৫ সালে গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী পরাজিত হয় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম এর কাছে। ২০১৫ যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে সকলকে একসাথে নিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবে। এমনটায় আশা করছেন আহম্মেদ আলী।

তবে অনেক ক্ষেত্রে বির্তকিত বক্তব্য দিয়ে বেশ সমালোচিত হয়েছেন এই আওয়ামী লীগ প্রার্থী। দল গোছাতে কিছুটা হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা দিয়েছেন। নৌকাকে বিজয় করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

গতবারের যাবতীয় কোন্দল মিটিয়ে আমরা এক পথে হাটছি। এবারের বিজয় আমাদের হবেই। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে বলেন, আমি মেয়র থাকা অবস্থায় গাংনী পৌরসভাকে “বি” গ্রেডে রুপান্তর করেছি। আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় এলে “এ” গ্রেডের পৌরসভা উপহার দেবো গাংনী পৌরবাসীকে।

গত ৫ বছর ধরে মেয়র থাকা আশরাফুল ইসলাম এবারও চেয়েছিলেন নৌকার মনোনয়ন। কিন্তু তিনি মনোনয়ন পাননি। তাই সতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবারও নির্বাচন করছেন। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনিও আছেন বেশ শক্ত অবস্থানে। যদিও বেশ কিছু বির্তকিত কর্মকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদের শিরোনামও হয়েছেন তিনি।

একটি মামলায় আশরাফুল ইসলামের ১০ বছরের সাজাও হয়েছিল, সেটি নিয়ে প্রার্থীতা থাকবে কিনা এটা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চিত ছিলেন তিনি। তবে সব কিছু কাটিয়ে পুনরায় নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হয়েছেন। জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, বিগত পাঁচ বছর ধরে জনগণের মনে বিশ^স্ততার জায়গা করে নিয়েছি। আমি আশা করি আসন্ন নির্বাচনে পুনরায় জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচিত করবে।

সুষ্টু ভোট হবে কিনা এমন শঙ্কা প্রকাশ করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, ভোটের আগেই বিভিন্ন মামলা হামলা দিয়ে আমাদের কোনঠাসা করে রাখা হয়। ভোটের দিন আমাদের ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে প্রবেশে বাঁধা দেওয়া হয়। আমরা বিগত নির্বাচনে এগুলো দেখেছি। যদি প্রশাসন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আর যদি সুষ্টু ভোট হয় তবে গাংনী পৌর নির্বাচনে ধানের শীষের জয় হবে।

শতভাগ সুষ্টু ও উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট হবে বলে রিটার্নিং অফিসার আহম্মেদ আলী জানান, এবার ইভিএম’এ ভোট গ্রহণ করা হবে। আমাদের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ার ৪ টি পৌরসভার প্রার্থী নাম ঘোষণা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুষ্টিয়া জেলা থেকে মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী হিসেবে কুষ্টিয়ার ৪ টি পৌরসভার আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে মেয়র প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের তালিকা চূড়ান্ত করেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতা আনোয়ার আলী, ভেড়ামারা পৌরসভার আলহাজ্ব শামিমুল ইসলাম ছানা, মিরপুর পৌরসভার আলহাজ্ব এনামুল হক ও কুমারখালি পৌরসভার শামছুজ্জামান অরুনকে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কুষ্টিয়া জেলা থেকে মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী কুষ্টিয়া পৌরসভার মোঃ বশিরুল আলম চাঁদ, কুমারখালী পৌরসভার আনিসুর রহমান, ভেড়ামারা পৌরসভার মোঃ শামিম রেজা ও মিরপুর পৌরসভার মোঃ আবজাল হোসেনকে মনোনীত করেছে।

চুয়াডাঙ্গা পৌর নির্বাচন::

আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে একজন করে বিদ্রোহী , মোট মেয়র প্রার্থী ৮জন

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে মেয়র পদে ৮ জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার ও পৌর নির্বাচনের রিটার্ণিং অফিসার তারেক আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় মনোনয়ন জমাদান শেষ হয়।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির একজন করে বিদ্রোহী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। মেয়র পদের প্রার্থীরা হলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মালিক, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী) শরীফ হোসেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (বিএনপি বিদ্রোহী), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তুষার ইমরান, তানভীর আহমেদ মাসরেকী (স্বতন্ত্র), ফারুক উদ্দিন আহমেদ (স্বতন্ত্র), মনিবুল হাসান (স্বতন্ত্র)।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় মেয়র প্রার্থী টোটনের মতবিনিময়সভা

আসন্ন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন জেলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় জেলা আওয়ামীলীগের নতুন কার্যালয়ে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগ মতবিনিময়সভার আয়োজন করে।

পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক প্রবীণ রাজনীতিবিদ আলাউদ্দিন হেলার সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা একটি প্রথম শ্রেনীর পৌরসভা। এখানকার নাগরিকরা সবাই প্রথম শ্রেনীর নাগরিক। এজন্য গুরুত্বপূর্ন এই পৌরসভার মেয়র হতে হয় একজন অতি দায়িত্বশীল মানুষকে।

তিনি তাঁর মেয়াদের পাঁচ বছরে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাকে আধুনিক পৌরসভার মডেল করে তুলে ধরেছিলেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে। তিনি বলেন, এডিবি থেকে পাওয়া ৮০ কোটি টাকা রেখে তিনি পৌরসভা ছেড়েছিলেন। তার আগে তিনি বিশ্বব্যাংকের দরজায়ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উন্নয়নের জন্য কড়া নেড়েছিলেন। তিনি পরিতাপের সাথে বলেন, চুয়াডাঙ্গাবাসির সিদ্ধান্তে মেয়র পরিবর্তন হয়েছে। কিন্ত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় আর একটি টাকাও আসেনি।

তিনি আরও বলেন, পৌরসভা একটি কাজের জায়গা,এটা কিছুতেই অভিনয়ের জায়গা না। এই চেয়ারে বসে পৌরবাসির উন্নয়নে কাজ করতে হয়। কিন্ত পাঁচটি বছর কোন কাজ হয়নি। কারন হিসেবে তিনি বলেন, সরকারের দেওয়া টাকায় পৌরসভা চলেনা। পৌরসভাকে চালাতে হলে টাকা বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠির কাছ থেকে আনতে হয়। এই টাকা আনতেও যোগ্যতা লাগে। তিনি সাংবাদিকদের মাধমে চুয়াডাঙ্গাবাসির কাছে এবার যোগ্য মেয়র নির্বাচনের আহ্বান জানান।

জেলা পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম শাহানের পরিচালনায় মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর, সাধারন সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম, জেড আলম ও প্রবীণ সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন।